সংবাদ

3 1 MAR 2003

নকল ধরা

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও সচিবের ২ ধরনের নির্দেশ

☐ ঠাকুরগাঁর পরিদর্শকরা বিপাকে

ঠাকুরগাঁও থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ চলতি এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের জারিকৃত পৃথক সার্কুলারের নির্দেশাবলি পালন করতে গিয়ে ঠাকুরগাওয়ে কেন্দ্র সচিব ও পরিদর্শকরা বিপাকে পড়েছেন। চলতি এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার আইন-শৃঙ্খলা ও দুর্নীতি-মুক্তভাবে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকদের বরাবরে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন (উপআনুষ্ঠানিক পত্র নং-সি প্র. ম/ডিও/২০০৩/৪২/শিক্ষা তাং ২৪-০২-২০০৩ইং) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব সইকৃত (আধা সরকারি পত্র নং-শিম/শা-১১/১০(৮)/২০০১/২০০ তাং ২-০৩-২০০৩ইং) পত্রে পৃথক দুটি সার্কুলার জারি

নির্দেশ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

নির্দেশ ঃ প্রতিমন্ত্রী

(১২ পৃষ্ঠার পর)

করা হয়। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলনের পত্রে বলা হয়, পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি করে নকল পাওয়া গেলে তাকে গেট থেকেই সরাসরি বহিষ্কার করা হবে। পরীক্ষা কক্ষে কোন পরীক্ষার্থীর কাছে কোন নকল পাওয়া গেলে তাকে বহিষ্কারসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের কোন কক্ষে নকল হলে কর্তব্যরত শিক্ষক যদি তা ধরতে ব্যর্থ হন এবং বহিরাগত কোন ম্যাজিস্ট্রেট/পরিদর্শক যদি নকল ধরেন, তবে ওই শিক্ষককে বহিষ্কার এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক জারিকৃত পত্রে বলা হয় পরিক্ষার্থীদের হলে প্রবেশের পূর্বে তাদের যখন অবৈধ কাগজ দেখে দেয়ার পরামর্শ দিতে হবে। তাদের কাছ থেকে অবৈধ কাগজপত্র সংগ্রহ করে নিতে হবে। বডি সার্চ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে কেউ বিব্রত না হয়। পরীক্ষা চলাকালীন কোন পরীক্ষার্থীকে নকলরত অবস্থায় পাওয়া গেলে তাকে সরাসরি বহিষ্কার করতে হবে। তবে দেখে লিখছে না এমন অবস্থায় কোন কাগজ পাওয়া গেলে তা নিয়ে নিতে হবে। পরীক্ষায় নকল ধরার নামে কোন ছাত্রছাত্রীকে অযথা হয়রানি করা যাবে না। উল্লিখিত পত্র দুটি জেলা প্রশাসকগণ কেন্দ্র সচিবদেরকেও পালনের জন্য প্রদান করেন। এতে কেন্দ্র সচিবসহ পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত পরিদর্শকগণ ২ প্রকার নির্দেশ পেয়ে কোনটি পালন করবেন তা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। এদিকে এ পর্যন্ত নকলের দায়ে শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার করা হলেও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। অন্যদিকে কোন কক্ষ পরিদর্শকেও ব্যর্থতার কারণে বহিষ্কার করা হয়নি।